দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 23 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অধ্যাপক ড. মো. শরিফ উদ্দিন

উচ্চশিক্ষার কার্যকারিতা এবং স্বকালের উত্তেজনা

দেশে এখন কী হচ্ছে? কোনো কিশোরকেও যদি প্রশ্নটি করা হয়, এ প্রশ্নের জবাব দিতে তাকেও বেশি বেগ পেতে হবে না, কারণ সে সহজেই বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বেশ ভালোই বলতে পারবে। সম্ভবত এর আগে বাংলাদেশ এমন জটিল ও ভয়ানক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়নি। আক্ষরিক অর্থেই বোঝা যাচ্ছে, আমরা একটি অনিশ্চিত সময় পার করছি, হতাশা চারদিক থেকে আমাদের গ্রাস করতে চাইছে। কীভাবে এলো এমন ভয়ানক পরিস্থিতি, কার হাত ধরে? আমাদের তরুণদের একটি বিপথগামী অংশই কেবল আজকের এই পরিস্থিতির জন্য এককভাবে দায়ী এ কথা অবশ্যই নাকচযোগ্য, দায় রয়েছে আমাদের, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার। হলি আর্টিজানে হামলা হলো, মানুষ মরল, হোক তারা দেশি কিংবা বিদেশি। লালবর্ণের রক্তে একাকার হলো আমাদের স্বকালের আঙিনা।

ছোট অর্থনীতির দেশ, বড় জনসংখ্যার দেশ, স্বল্প সামর্থ্যের দেশের নাম বাংলাদেশ, প্রতিনিয়তই আমরা কোনো না কোনো দুঃসংবাদের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। যানজটে নাকাল হচ্ছি, পানি নেই, গ্যাস নেই, তার ওপরে মূল্যবৃদ্ধির খড়্গ, ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা, প্রতিনিয়তই অপঘাতে মানুষ মৃত্যুর খবর বেরোচ্ছে পত্রিকায়। এগুলো সবই খারাপ সংবাদ, আমরা এও জানি এত ছোট আয়তনে এত মানুষের বসবাস, এত বিপুল জনগোষ্ঠীকে পুরোপুরি ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আসা সময় ও কষ্টসাধ্য। তবু আমরা আশা ছেড়ে দিই না, অন্যদের দেখে আশা বেঁধে রাখি বুকে। টোকিও শহরের কথা চিন্তা করি, এতবড় বিপুল জনসংখ্যাকে তারা কীভাবে সামাল দেয়, মোটা দাগে অব্যবস্থাপনার কোনো খবর সেখানে নেই, পুলিশ তাদের বন্ধু, বিপদে পড়লে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সর্বাত্মক চেষ্টা করে নাগরিকদের জন্য। সেখানে এত এত ঋণখেলাপির গল্প শোনা যায় না, অবৈধ বলপ্রয়োগ নেই বললেই চলে বরং এর বিপরীতে নিয়ম মেনে চলার সুন্দর রীতিনীতি সেখানে গড়ে উঠেছে। কিছুদিন আগে তুলনামূলভাবে ইউরোপের ছোট অর্থনীতির দেশ বুলগেরিয়া যেতে হয়েছিল উচ্চতর গবেষণা কাজে, সেখানে সবুজ এবং টাটকা সবজি দেখে নিজের দেশের কথা মনে পড়ে গেল। বিষমুক্ত তরতাজা শাকসবজি, মাছ, মাংস কিংবা ফল আমাদের দেশে পাওয়া এখন প্রায় দুষ্কর। এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিটা কিন্তু আমরাই তৈরি করেছি, নিজেদের মৃত্যু ফাঁদ হিসেবে।

১ জুলাইয়ের রক্তাক্ত ঘটনার আগ পর্যন্ত কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসে এত কুৎসিত ঘটনার কোনো নজির পাওয়া যাবে না, দুঃস্বপ্নের মতো একটি খারাপ অভিজ্ঞতা আমরা ঝুলিতে তুলে নিলাম। এই ঘটনাটিসহ সাম্প্রতিক আরও কিছু ঘটনার সঙ্গে প্রাথমিকভাবে যাদের সম্পৃক্ততার খবর পাওয়া গেছে তারা প্রায় সবাই পয়সাওয়ালা পরিবারের সন্তান, দেশের নামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তারা শিক্ষা নিয়েছেন। এর আগে বিভিন্ন সময়ে আমরা জঙ্গিসম্পৃক্ততায় যাদের নাম আসতে দেখেছি তাদের বেশিরভাগই ছিল প্রান্তিক পর্যায় থেকে উঠে আসা, যাদের দেশের কথিত ভদ্র সমাজের মানুষজন গ্রাম্য ছোটলোক বলে গালি দিয়েছেন। অথচ আজকের দিনে এসে দেখা যাচ্ছে, আগের সেসব চিন্তাভাবনা এখন পাল্টে গেছে,

> বিচারবহির্ভূত হত্যা অবশ্যই সব স্তর থেকে বন্ধ করতে হবে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে গণমানুষের প্রিয় করার যাবতীয় উদ্যোগ নিতে হবে, রাজনৈতিক স্বার্থে এদের ব্যবহারও বন্ধ করা জরুরি

পরিবর্তিত পরিস্থিতি আমাদের চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা আজকে সর্বনাশা খেলায় নিজেদের জড়িয়ে ফেলছে। এতে করে ভয়াবহ সর্বনাশটা ঘটছে সমাজের অভ্যন্তরে, প্রচলিত মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক আচার যেন ভাঙনের কূলে এসে দাঁড়িয়েছে। সমাজের অভ্যন্তর থেকেই প্রশ্ন উঠে আসছে, এই হাহাকার ও ব্যর্থতা কে নেবে? এমনিতেই আমরা যে সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস করি সেখানে আজকের দিনটিতে অস্থিরতা নেমে এলে আগামীকালের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়।

যাহোক চলমান এই সংকটকালীন মুহূর্তে কেউ কেউ একতরফাভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি খুঁজে বের করতে চাইছেন। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা অসম্পূর্ণ ও নির্ভেজাল নয়। তাই বলে আজকের পরিস্থিতির জন্য এককভাবে শিক্ষাব্যবস্থা দায়ী নয়। সরকারি কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কিছু বিশেষ কোর্স যুক্ত করার উদ্যোগের কথাও বলা হচ্ছে, নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ, তবে এ কথা কী জোর দিয়ে বলা যায়, এমন দু-চারটি কোর্স চালু হলে, শিক্ষার্থীরা তাদের দেশ, দেশের মানুষ সম্পর্কে প্রথাগত শিক্ষার (conventional schooling) মাধ্যমে জানলে আর এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে না। এখনো কিন্তু আমাদের শিক্ষার্থীরা দেশ, সমাজ, মানুষ, ইতিহাস এবং মুক্তিযুদ্ধের মতো গৌরবগাথা সম্পর্কে জানছে। সমকালে যে উগ্রপন্থার উদ্ভব হয়েছে সেটি কেবল ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে বেওয়াকিব হওয়ার কারণেই নয়, এর পেছনে বঞ্চনা আছে, হতাশা আছে, ক্ষোভ আছে, বিচারহীনতা আছে, ন্যায়বিচারের অভাব আছে, সর্বোপরি নৈতিক ও মানবিক শিক্ষার অভাব আছে বলে আমাদের বিশ্বাস। সেই জায়গাগুলোতে আমাদের আলো ফেলতে হবে, নয়তো বাংলাদেশ সম্পর্কিত কোর্স চালু করে দেশপ্রেম জাগ্রত করার চেষ্টা আর সব রোগে প্যারাসিটামল প্রেসক্রাইব করা সমান হবে।

সাম্প্রতিক ঘটনাচক্রে অন্যতম দেশসেরা একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম এসেছে, কাউকে কাউকে অতিউৎসাহীর ভূমিকা পালন করতে দেখা যাচ্ছে, তারা যেন বলতে চাইছেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়টি উগ্রপন্থা বেছে নিতে শিক্ষার্থীদের পথ দেখায়, প্রকৃত কথা হলো, আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, সেখানকার বিশাল সংখ্যার শিক্ষক-শিক্ষার্থীই দেশপ্রেমিক, বাংলাদেশের দুঃখে তাদের হৃদয় কাতর হয় এবং বাংলাদেশের আনন্দে তারা উল্লাস করে। কোনো একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আঙুল তুলে সেখানকার বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে হতাশায় ঠেলে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এতে শিক্ষা-গবেষণায় তাদের যে ঈর্ষণীয় সাফল্য তাতে ভাটা পড়তে পারে। বরং এটি অবশ্যই মনে রাখার বিষয় যে, উগ্রবাদীরা সংখ্যায় খুবই ছোট, দুর্বল এবং হতাশ।

নকশাল আন্দোলনের কথা আমাদের মনে আছে, তরুণরাই সেখানে গিয়েছিল, মানুষ খুনে অংশ নিয়েছিল, স্বপ্নে ভেসেছিল, এই বুঝি শোষণহীন সমাজ কায়েম হয়ে গেল এবং এরপর একটা সময় তারা নিজেদের হঠকারী দশা সম্পর্কে ভেবে নিজেরাই হতবুদ্ধি হয়েছে। আপরাধ বিশ্লেষণকারীদের ধারণা, সব ধরনের চরমপন্থার মাঝেই এক ধরনের বীরত্ব থাকে, মিথ্যা পৌরুষ থাকে এবং এক সময় এই মোহ কেটেও যায়।

নাগরিক হিসেবে আমরা উদ্বিগ্ন সুশাসনহীনতা নিয়ে, বিচারহীনতা নিয়ে, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই জবাবদিহিতা ফিরিয়ে আনতে হবে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে ন্যায়বিচার ও সাম্য। নিজের ঘনিষ্ঠজনদের জন্য যে বিচার অন্যদের জন্য সেই বিচারের কোনো বিকল্প নেই, তরুণ প্রজন্মকে বেশি বেশি সত্য ও জীবনঘনিষ্ঠ স্বপ্ন দেখাতে হবে, সৃষ্টি করতে হবে বিপুল কর্মসংস্থান। বিচারবহির্ভূত হত্যা অবশ্যই সব স্তর থেকে বন্ধ করতে হবে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে গণমানুষের প্রিয় করার যাবতীয় উদ্যোগ নিতে হবে, রাজনৈতিক স্বার্থে এদের ব্যবহারও বন্ধ করা জরুরি। দুর্নীতি আর স্বজনপ্রীতির মতো ঘাতক ব্যাধি সমাজ থেকে উপড়ে ফেলতে পারলেই সত্যিকার অর্থে আমরা এগিয়ে যেতে পারব। উগ্রপন্থা ছিটকে পড়বে আপনাআপনি, অভাব হবে না দেশপ্রেমের।

লেখক : প্রেসিডেন্ট, রিসার্চ ফর এডভান্সমেন্ট অব কমপ্লিট এডুকেশন